আলমডাঙ্গা শহীদ মিনার মাঠের পুনঃ মাপজোক – অবৈধ দখলদার প্রমাণিত জাকারিয়া হিরো

আলমডাঙ্গা সহকারী কমিশনারের (ভূমি) নেতৃত্বে শহীদ মিনার মাঠের পুনঃমাপজোক শেষে আবারও প্রমাণ মিলেছে ব্রাইট মডেল স্কুলের মালিক ও প্রভাবশালী ভূমিদস্যু জাকারিয়া হিরো প্রায় পৌনে দুই শতক শহীদ মিনারের জমি অবৈধভাবে দখল করে রেখেছেন। এর আগে আদালতের অ্যাডভোকেট কমিশন ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাপজোক রিপোর্টের বিরুদ্ধেও তিনি না-রাজি জানান। পরে আদালতের নির্দেশে পুনরায় মাপজোক হলে একই সত্য উদঘাটিত হয়।

শহীদ মিনারের দখলকৃত পবিত্র স্থানে জাকারিয়া হিরো আরও ভয়াবহ অপকর্ম করেছেন। অভিযোগ উঠেছে— তিনি সেখানে ১২টি পায়খানার ট্যাংক নির্মাণ করেছেন। শহীদ মিনারের ভেতরে এ ধরনের নোংরা স্থাপনা নির্মাণ কেবল ভূমি দখল নয়, বরং শহীদদের স্মৃতির মর্যাদা ও পবিত্রতার চরম অবমাননা বলে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন শহরবাসী।

দীর্ঘদিন ধরে শহীদ মিনার মাঠকে দখল করে ভোগ করে আসছিলেন জাকারিয়া হিরো। প্রভাবশালী ফ্যাসিস্ট নেতাদের ছত্রছায়ায় থেকে তিনি বহুতল ভবনের রাস্তা ও অবকাঠামো শহীদ মিনারের জমিতে দাঁড় করান। এমনকি অভিযোগ রয়েছে— আওয়ামী লীগের কিছু প্রভাবশালী নেতাকে দিয়ে ব্রাইট মডেল স্কুলের নেতৃত্বে বসিয়ে তিনি দখল কার্যক্রমকে বৈধতার মোড়ক দেন।

তবে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর আলমডাঙ্গা সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ ও শহীদ মিনারের জমি রক্ষায় নতুন উদ্যোগ নেয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করতে গেলে হিরোর সন্ত্রাসী বাহিনী বাধা দেয়। তিনি সেনাবাহিনী ডেকে এনে কাজও বন্ধ করান। কিন্তু সেনাবাহিনী মাঠ পরিদর্শন শেষে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে তাদের নির্ধারিত সীমানা অনুযায়ী প্রাচীর নির্মাণ করতে নির্দেশ দেয়।

এদিকে শহীদ মিনার ও ব্যায়ামাগারের জমি উদ্ধারের দাবিতে এলাকাবাসী একাধিকবার আন্দোলনে নামে এবং বিভিন্ন দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান

করে। হিরো পাল্টা আদালতে মামলা করে বিদ্যালয়ের সাবেক ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও ব্যায়ামাগার উদ্ধার কমিটির আহ্বায়কসহ কয়েকজনকে আসামি করেন। পরে আদালতের নিযুক্ত অ্যাডভোকেট কমিশন জমি মাপজোক করে স্পষ্টভাবে জানান— ব্রাইট মডেল স্কুলের যাতায়াতের রাস্তা ও ব্যবহৃত জায়গা আসলে শহীদ মিনারের জমি।

শহরজুড়ে জাকারিয়া হিরোর বিরুদ্ধে এখন তীব্র ক্ষোভ ও ঘৃণা ছড়িয়ে পড়েছে। সাধারণ মানুষ মনে করছেন, শহীদ মিনারের মর্যাদা হরণ করে সেখানে ১২টি ট্যাংক বসানো দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও স্বাধীনতার প্রতি চরম অবমাননা। শহরবাসীর দাবি করেছেন, অবিলম্বে শহীদ মিনারের জমি দখলমুক্ত করে অপরাধীর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

আলমডাঙ্গায় জামায়াতে ইসলামের উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

আলমডাঙ্গায় জামায়াতে ইসলামের উদ্যোগে দিনব্যাপী ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকাল ৯টার দিকে আলমডাঙ্গা পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আলমডাঙ্গা পৌর শাখার সমাজকল্যাণ বিভাগ, আদ্-দ্বীন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যালের সহযোগিতায় মেডিকেল ক্যাম্পটির উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গার সিভিল সার্জন ডা. হাদী জিয়া উদ্দিন আহমেদ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে জামায়াত মনোনীত এমপি প্রার্থী অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল, আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব শেখ মেহেদী ইসলাম, আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক খন্দকার আব্দুল্লাহ আল মামুন, উপজেলা জামায়াতের আমীর শফিউল আলম বকুল, সেক্রেটারি মামুন রেজা, জে-আ সাংগঠনিক থানা শাখার আমীর আব্বাস উদ্দিন, আলমডাঙ্গা পৌর সেক্রেটারি মাওলানা মোসলেম উদ্দিন, পৌর নায়েবে আমীর মাওলানা জুলফিকার আলী, মাওলানা আব্দুল কাদের, সহকারী সেক্রেটারি সাইফুল্লাহ হাসানসহ পৌর ও ওয়ার্ড জামায়াত নেতৃবৃন্দ।

ফাউন্ডেশনের পরিচালক ও পৌর জামায়াতের আমীর মোঃ মাহের আলীর তত্ত্বাবধানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে চিকিৎসা প্রদান করেন শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ ও চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের কনসালট্যান্ট ডা. মাহবুবুর রহমান (মিলন), শিশু রোগ বিষয়ে অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও সাবেক উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. আলহাজ্ব লিয়াকত আলী, নাক, কান ও গলা রোগ বিশেষজ্ঞ ও চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের কনসালট্যান্ট ডা. এএসএম নাজিমুজ্জামান মিলন, স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. নুসরাত নওরিন নাহার (সেতু), মেডিসিন ও হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মোঃ আল-আমিন এবং ডা. মোঃ সাজিদ হাসান।

মেডিকেল ক্যাম্প থেকে পাঁচ শতাধিক মানুষকে চিকিৎসাসেবা ও ওষুধ প্রদান করা হয়।

আলমডাঙ্গায় সড়ক দুর্ঘটনায় তরুণ রাকিবের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় রাকিব হোসেন
(১৮) নামে এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার গাংনি গ্রামের মো. হাসান উদ্দিনের ছোট ছেলে রাকিব হোসেন গাংনি থেকে চুয়াডাঙ্গার দিকে যাচ্ছিলেন।

গতকাল শুক্রবার বেলা দেড়টার দিকে গাংনি পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের কাছে তার মোটরসাইকেলের সঙ্গে চুয়াডাঙ্গা থেকে দ্রুতগামী একটি যাত্রীবাহী বাসের সংঘর্ষ হয়।

স্থানীয় লোকজন রাকিবকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তরের পরামর্শ দেন। তবে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

আলমডাঙ্গা স্ট্যন্ডার্ড ব্যাংকের উদ্যোগে তারুণ্যের উৎসব উৎযাপন

স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের আলমডাঙ্গা শাখার উদ্যোগে তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষ্যে গ্রাহক সেবা পক্ষ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সকাল দশটার দিকে আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ মিলনায়তনে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন, ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপক আনোয়ার হোসেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সরকারি কলেজের সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সহকারী অধ্যাপক আব্দুল মোনয়েম। বিশেষ অতিথি ছিলেন, সহকারি অধ্যাপক সাইদুর রহমান, শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মহিতুর রহমান।

শিক্ষক পরিষদের সহ সম্পাদক ডঃ মাহবুব আলমের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের পিএলসি আলমডাঙ্গা শাখার বিনিয়োগ কর্মকর্তা শরিফুল ইসলাম। স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের ব্যবস্থাপক আনোয়ার হোসেন বলেন, ব্যাংকের মূল লক্ষ্য ছিল যুব সমাজকে ব্যাংকিং সেবা ও তরুণ উদ্যোক্তাদের অর্থায়নের প্রতি উৎসাহিত করা ও ডিজিটাল লেনদেন সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করা। তারুণ্যের উৎসবের আলোচনা সভায় প্রায় দুই শতাধিক শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় ফ্রি চক্ষু চিকিৎসা

ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

কুষ্টিয়ার মদিনা চক্ষু হাসপাতালের উদ্যোগে আলমডাঙ্গায় দিনব্যাপী ফ্রি চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলমডাঙ্গা তা’লীমুল কুরআন নূরানিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে দিনব্যাপী ফ্রি চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সকাল ১০ টা থেকে এ চিকিৎসা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। সকালে মাদ্রাসা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইলিয়াস হোসেন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধান অতিথি হিসাবে এ ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন মাদ্রাসা কমিটির অন্যতম সদস্য আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক রুনু খন্দকার, কমিটির সদস্য আব্দুল হামিদ, হারুন অর রশিদ,রাসেল রেজা আহমেদ লাভলু, আমিন উদ্দিন।

ক্যাম্পে হাসপাতালের ডিপ্লোমা চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ নাফিজ ইকবাল। তিনি শতাধিক রোগীকে বিনামূল্যে ব্যবস্থাপত্র ও ওষুধ দেন। এ সময় ৪ জন ছানি পড়া রোগীকে বাছাই করে বিনামূল্যে অপারেশনের জন্য কুষ্টিয়া মদিনা চক্ষু হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

আলমডাঙ্গার গিরিধারী লাল মোদী আর নেই , শনিবার শেষকৃত্য

আলমডাঙ্গার কৃতি সন্তান দেশের অন্যতম শিল্পপতি দানবীর গিরিধারী লাল মোদি আর নেই। আলমডাঙ্গা মহাশ্মশানে আগামী শনিবার শেষকৃত্য সম্পন্ন হতে পারে বলে পারিবারিক সুত্রে জানা গেছে।

আলমডাঙ্গার কৃতি সন্তান আলমডাঙ্গা পৌর এলাকাররথতলা নিবাসী প্রখ্যাত শিল্পপতি, সমাজসেবক ও দানবীর উত্তরা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের মালিক গিরিধারী লাল মোদি (৭৮) আর নেই।

গতকাল বুধবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন

অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

গিরিধারী লাল মোদি ছিলেন আলমডাঙ্গা পাইলট হাইস্কুলেরপ্রাক্তন ছাত্র ও ব্যবসায়ী স্বর্গীয় দোয়ারকা প্রাসাদ মোদির জ্যেষ্ঠপুত্র। শিল্পপতির পাশাপাশি তিনি একজন সমাজহিতৈষী ও জনদরদী ব্যক্তিত্ব হিসেবে সারাদেশে পরিচিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গা কালীমন্দির নির্মাণ, শ্রী শ্রী সত্য নারায়ণ মন্দির পুনর্নির্মাণ ও আধুনিকায়নসহ বহু ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে ছিল তাঁর অসামান্য অবদান। এলাকার নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানে তিনি নিয়মিত চাঁদা প্রদান ও আয়োজন তদারকিতে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকতেন। অর্থ, বস্ত্রদানসহ বিভিন্ন দান-খয়রাতের মাধ্যমে তাঁর উদার মানসিকতার পরিচয় সর্বত্র মিলেছে।

শিক্ষাক্ষেত্রেও গিরিধারী লাল মোদির অবদান অনস্বীকার্য। কন্যার বিবাহে আগত বরযাত্রীদের রাত্রিযাপনের জন্য নির্মিত অবকাঠামো পরবর্তীতে আলমডাঙ্গা পাইলট গার্লস হাইস্কুলের জন্য দোতলা হলরুমে রূপান্তর করে দেন। এছাড়া আলমডাঙ্গা মুন্সিগঞ্জ পশুহাট জুনিয়র হাইস্কুল, চুয়াডাঙ্গা প্রদীপন প্রাথমিক বিদ্যালয়, চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইনস স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে অর্থ সাহায্য করেন তিনি। আলমডাঙ্গা উপজেলা মহাশ্মশান দালান নির্মাণেও তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।

তাঁর কাকা সত্য নারায়ণ মোদী ছিলেন আলমডাঙ্গার একজন সামাজিক ব্যক্তিত্ব, সমাজসেবী, ক্রীড়ামোদী ও ক্রীড়া সংগঠক, যিনি আলমডাঙ্গা পাইলট গার্লস হাইস্কুল প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন।

ব্যক্তিজীবনে গিরিধারী লাল মোদি ছিলেন ১ পুত্র ও ২ কন্যার জনক।

এলাকার বিশিষ্ট শিল্পপতি ও কিংবদন্তি এই ব্যক্তিত্বের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে সর্বত্র। বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক, ব্যবসায়ী সংগঠন তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

আলমডাঙ্গায় অবৈধ খুচরা সার ব্যাবসায়ীকে জরিমানা

আলমডাঙ্গা উপজেলায় চুরি করে নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে উচ্চ মূল্যে সার বিক্রির অভিযোগে খুচরা সার ব্যবসায়ীকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল বুধবার বিকাল ৫ টার দিকে এ অভিযান চালানো হয়। এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আশীষ কুমার বসু।

জানা গেছে, উপজেলার গাংনী ইউনিয়নের বড় গাংনী বাজারে রোমান স্টোরের স্বত্বাধিকারী এস আর রহমান খুচরা সার ও সিমেন্ট ব্যবসা পরিচালনা করে আসছেন। তিনি দীর্ঘদিন স্থানীয় কৃষকের মাঝে সরকারি সার ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করতেন। কিন্তু তিনি ওই ইউনিয়নে সার বিক্রি না করে পার্শ্ববর্তী একই ইউনিয়নের নান্দবার গ্রামে একটি খুচরা বিক্রেতার নিকট সরকারি ১০৫০ টাকার চেয়ে ১৫০০ টাকায় বিক্রি করেন। গতকাল বুধবার দুপুর বিকেল ৪ টার দিকে শ্যালো ইঞ্জিনচালিত আঞ্চলিক যান নসিমনে ৪০ বস্তা ডিএপি সার নিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয়দের কাছে ধরা পড়েন।

সার নিয়ে যাওয়া নসিমন চালক সুজন আলী বলেন, ‘গাংনী বাজারে এস আর রহমানের একটি গুদাম থেকে ৪০ বস্তা ডিএপি নিয়ে নান্দবার বাজারের নিয়ে যাচ্ছিলেন।’

আলমডাঙ্গা উপজেলার ভারপ্রাপ্ত কৃষি অফিসার মো: মাসুদ হোসেন পলাশ বলেন, ‘সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের ডিলার তার পাশের ইউনিয়নেও সার বিক্রি করতে পারবে না। খুচরা বিক্রেতা সার বিক্রির প্রশ্নই আসে না। খবর পেয়ে সারের ডিলার এস আর রহমানকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে এবং বিক্রি হওয়া সার জব্দ করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সংশ্লিষ্ট এলাকায় সরকারি দামে সারগুলো বিক্রি করা হবে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আশীষ কুমার বসু বলেন, ‘সার ব্যবস্থাপনা ২০০৬ এর আইনে ৮ ধারা দোকান মালিককে ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে কখনও সার বিক্রি করবেন না মর্মে মুচলেকা নেওয়া হয়েছে।’

দেশে পাচার হওয়া অর্থ ফিরিয়ে আনতে বিএনপি সরকার দরকার

আলমডাঙ্গায় বিভিন্ন স্থানে পথসভা ও সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন, শামসুজ্জামান দুদু। বিএনপি এখনো কাউকে নমিনেশন দেয়নি। তবে ধানের শীষের পক্ষে মানুষের কাছে যাওয়ার জন্য দলীয় নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি’র ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু। তিনি বলেন, “বিএনপি সরকার গঠন করলে তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হবেন।”

গতকাল বুধবার বিকেলে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার ভালাইপুর, আসমানখালী, হারদি ইউনিয়ন বিএনপি’র উদ্যোগে আয়োজিত পৃথক এক পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন। স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী এবং গ্রামীণ জনতার ব্যাপক উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এ সভায় শামসুজ্জামান দুদু বলেন, “চুয়াডাঙ্গা ও আলমডাঙ্গা অঞ্চলে এখনো অনেক সমস্যা বিরাজ করছে। আমি বিগত দুইবার এ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলাম। জনগণের উন্নয়নে কাজ করেছি। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষমতায় থেকে শুধু দুর্নীতি আর লুটপাট করেছে।”

তিনি অভিযোগ করেন, “আওয়ামী লীগ সরকার দেশের প্রায় ৭০ হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে। সেই টাকা ফেরত আনা এবং দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠন করতে হলে বিএনপি’র সরকার গঠন করা ছাড়া বিকল্প নেই।”

আওয়ামী লীগকে তীব্র সমালোচনা করে বিএনপি’র এই নেতা আরও বলেন, “আওয়ামী লীগ কত বড় চোরের দল, তা শেখ হাসিনা গত ১৬-১৭ বছর ক্ষমতায় থেকে প্রমাণ করেছে। দেশের মানুষ আজ ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত। গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে। তাই মানুষের মুক্তি ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে হবে।”

সমাবেশের শেষে শামসুজ্জামান দুদু নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে মাঠে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, “আগামী নির্বাচনে জনগণের

ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। মানুষ যদি স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারে, তবে ধানের শীষের বিজয় কেউ ঠেকাতে পারবে না।”

সভায় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক এ্যাড: ওয়াহেদুজ্জামান বুলা, শহিদুল ইসলাম রতন, এ্যাড: শামিম রেজা ডালিম, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি শহিদুল কাওনাইন টিলু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক শেখ সাইফুল ইসলাম, জেহালা ইউনিয়ন সাবেক চেয়ারম্যান আসিরুল ইসলাম সেলিম, বুরহান উদ্দিন, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আশরাফ বিশ্বাস মিল্টু, সহ-সভাপতি মাগরিবুর রহমান প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় পূজা উপলক্ষে আনসার ভিডিপি বাছাই কার্যক্রম অনুষ্ঠিত

আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পিসি/এপিসি আনসার ভিডিপি সদস্য বাছাই কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত আলমডাঙ্গা উপজেলার আনসার ও ভিডিপি কার্যালয়ের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ মাঠে এ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় আনসার ভিডিপি সদস্যরা লাইনে দাঁড়িয়ে নিজেদের কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলার আনসার ও ভিডিপি জেলা অ্যাডজুট্যান্ট আবুল হাসনাত মোঃ লতিফুল আলম। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা আনসার ও ভিডিপি প্রশিক্ষক মাজিদুল হক, প্রশিক্ষিকা রওশন আরা খাতুন এবং উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কোম্পানি কমান্ডার মুক্তার হোসেন।

জেলা অ্যাডজুট্যান্ট জানান, “আমরা প্রাথমিকভাবে কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করছি। যাচাই শেষে যারা নিয়মের মধ্যে পড়বেন তাদের তালিকা জেলা পুলিশ সুপারের কাছে পাঠানো হবে। পরবর্তীতে পুলিশ ভেরিফিকেশন শেষে পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করা হবে।” তিনি আরও

বলেন, “আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে দায়িত্ব পালনের জন্য বাছাইকৃত সদস্যদের সুস্থ ও সুঠামদেহী হতে হবে এবং আনসার ভিডিপির সার্টিফিকেট থাকতে হবে। পাশাপাশি তারা অবশ্যই বাংলাদেশি নাগরিক হতে হবে। মণ্ডপে যাতে শৃঙ্খলার অবনতি না ঘটে, এজন্য নির্বাচিত সদস্যরা সুশৃঙ্খলভাবে দায়িত্ব পালন করবেন।”

আলমডাঙ্গায় যুব ফোরামের

হাড়গাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

ক্রীড়া, শিক্ষা, স্বাস্থ্য

উপকরণ প্রদান

ভিএসও বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় যুব ফোরাম কর্তৃক আলমডাঙ্গার হাড়গাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্রিড়া, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি উপকরণ প্রদান করা হয়েছে।

যুব ফোরাম খুলনা বিভাগীয় কমিটির সভাপতি মোঃ আসাদুজ্জামান লিমন এর নেতৃত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, যুব ফোরাম খুলনা বিভাগের উপদেষ্টা মোঃ আজিজুর রহমান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, হাড়গাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান। এছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন, যুব ফোরাম এর সদস্যবৃন্দ ও অনান্য শিক্ষক মন্ডলি ও ছাত্র-ছাত্রী বৃন্দ।

যুব ফোরাম এর সভাপতি মোঃ আসাদুজ্জামান লিমন বলেন, ভিএসও বাংলাদেশ যুব ফোরাম এর মাধ্যমে দেশের ৬৪ জেলাতে একটা করে প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কমিউনিটি ক্লিনিক মডেল করার লক্ষে বিভিন্ন উপকরণ দিচ্ছে ভবিষ্যতে আরও ভালো কিছু হবে আশা করি। উক্ত অনুষ্ঠানটি সার্বিকভাবে উপস্থাপনা করেন, যুব ফোরাম চুয়াডাঙ্গা জেলার সাধারণ সম্পাদক মোঃ ঈশান বাবু।